দ্রোহের ডানামেলা পাখি শহিদ আবু সাঈদ

শামসুর রহমান সুমন*

রৌদ্রদীপ্ত বিকেল বেলা কোটাসংস্কার আন্দোলনে দাবিতে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিডিয়া চত্বরে কিছু শিক্ষার্থী, হঠাৎ সামনে থেকে মাথায় ক্যাপ, চোখে চশমা, চেক শার্ট পরিহিত এক যুবক আসছেন মিছিলের দিকে। চোখে তার নিদারুণ স্বপ্ন- একদিন অনেক বড় হয়ে গড়বেন এ দেশ, দায়িত্ব গ্রহণ করবেন পরিবারের। সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পরিচয় হলাম সেই যুবকের সাথে। বয়সে বড় সম্বোধন করলাম ভাই বলে, তখন তিনি বলছিলেন এই অন্যায্যতা, এই বৈষম্য মেনে নেবার মতো নয়, বললেন আমিও যুক্ত হতে চাই, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে। ঠিক সেদিন থেকে মিছিলের সম্মুখভাগ এসে তিনি মাইক নিয়ে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন, বলতেন ন্যায্যতার কথা। বলতেন অধিকারের কথা, তারপর একরাশ ক্লান্তি নিয়ে আন্দোলনরত সকল সংগঠকদের নিয়ে আবু সাঈদ চত্বরে বসে ভাবতাম আমরা কি পারব আন্দোলন করে এই বৈষম্য দূর করতে? আবু সাঈদ ভাই দীপ্ত কণ্ঠ নিয়ে বলতেন আমরা পারব ভয় নাই। তারপর হঠাৎ একদিন চা খেতে খেতে তাঁর সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি ইতঃপূর্বে এরকম কোনো কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেননি। কিন্তু এই কোটা বৈষম্য তিনি মেনে নিতে পারেননি। তখন তাঁর মুখেই জেনেছি তাঁর কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে তিন জুলাই যেদিন মিছিলের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে জড়ো হচ্ছিলাম, টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আবু সাঈদ ভাই আসলেন, প্ল্যাকার্ড নিলেন, রংতুলিতে লিখলেন সংবিধানের মূল কথা সুযোগের সমতা। তারপর দীপ্ত কণ্ঠে সকলকে সাথে নিয়ে একেবারে মিছিলের অগ্রভাগে গিয়ে শুরু করলেন, সেদিনের কর্মসূচি নিজেই স্লোগান ধরলেন, মিছিল দিতে দিতে ক্যাম্পাসের তৎকালীন নির্মাণাধীন গেটে এসে তার তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করেছিল। আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে যখন আমরা মিটিং করতাম। তখন বিকেল বেলা হঠাৎ আবু সাঈদ ভাই আমাদের সেই মিটিং থেকে চলে যেতেন, একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম ভাই প্রতিদিন বিকেল বেলা কোথায় যান। তিনি উত্তরে বললেন- "টিউশনি করাতে, এই টিউশনি আমাকে ভাত দেয়" কথাটা মনে বড় দাগ কেটেছিল। তারপর থেকে তিঁনি সন্ধ্যা বেলা টিউশন শেষ করে এসে পার্কের মোড় মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ে আমায় ফোন দিতেন, নিচে গিয়ে চা খেতে খেতে কথা হতো, আগামীকাল কী কর্মসূচি হবে? খুব কাছ থেকে দেখেছি তাঁর অদম্যতা। বিরুদ্ধচারীদের মুখের সামনে স্পষ্ট প্রতিবাদ। সর্বদাই শুধু একটা কথা বলতেন ভয় পেয়ে কী হবে? তাঁর সেই সাহস আমাদের আন্দোলনে জুগিয়েছিল অদম্যতা। ৬ জুলাই সেদিন 'বাংলা ব্লকেডের' কর্মসূচিতে শহিদ আবু সাঈদ ভাইকে দেখেছি, কতটা দায়িত্ববানের মতো তিনি সেদিনের মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সামনের দিকে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে দিতে আমাদের মিছিল পৌঁছে গিয়েছিল মর্ডান মোড়ে, সেখানে দেখেছি তিনি দায়িত্বশীলতার সহিত রোগীবাহিত অ্যাম্বুলেন্সগুলো পারাপারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐদিন 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির শেষে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে পার্কের মোড়ে টঙ্গে বসে সেদিনের সারাদিনের আন্দোলন নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেদিন তিনি আমার হাতে তাঁর টিউশনে পাওয়া দুইশত টাকা পরের দিনের ব্যানার বানাতে দিয়েছিলেন। ১১ জুলাই সকালবেলা লালটি-শার্ট চশমা পরে আবু সাঈদ ভাইসহ আমরা একত্রিত হয়ে আছি। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ আমাদের কোনোভাবেই সেদিন কর্মসূচি পালন করতে দিবে না। কিন্তু বজ্রকণ্ঠে আবু সাঈদ ভাইয়ের প্রতিবাদ সেদিন দেখেছি। তিনি প্রত্যাখ্যান করে এসে ওই দিনের আন্দোলনের ঘোষণা

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

দিয়েছিলেন। সেদিন মিছিলে তাঁর ওপর করা হয় নির্যাতন, চড় থাপ্পড় মারা হয়, গলাধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হয়, মিছিলের সেদিন যখন তারা শহিদ আবু সাঈদকে গলাধাক্কা দিতে দিতে নানানভাবে আমাদেরকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আমাদের উপর হামলা করেছিল, নানান ধরনের বাজে স্লোগান গালিগালাজ ইত্যাদি করা হচ্ছিল, আমাদেরকে নানান ট্যাগ দেওয়া হচ্ছিল, তখন শহিদ আবু সাঈদ দীপ্ত কণ্ঠে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন সুমন আমরা কি রাজাকার? আমরা কি শিবির? আমরা কি ছাত্রদল? এই কথা বলে তিনি বজ্র স্লোগান তুলেছিলেন 'কোটা না মেধা? মেধা, মেধা,'। বলছিলেন 'আমাদের সংগ্রাম চলছেই চলবে' আপস না সংগ্রাম, দালালি না রাজপথ'। তাঁর এই বজ্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ। সারাদিনের মিছিলের ক্লান্তি ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবিকার তাগিদে পরদিন অংশ নিলেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায়। পরীক্ষা শেষে বিকেল বেলা জুমার নামাজ পড়ে আবারো হলো মিছিল, প্রতিবাদ জানালেন সারাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার। সেদিন পাঞ্জাবি পরে স্বাধীনতা স্মারকে দাঁড়িয়ে সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন "কারা আছো? যারা এই আন্দোলনে সামনে থেকে দেওয়াল হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আন্দোলনের সামনের সারিতে, তখনো বুঝে উঠতে পারিনি কথাটা কতটা দীপ্ততা, সততা নিয়ে তিনি বলেছিলেন সেই কথা! যার নির্মম সত্যতার পরিচয় দিয়ে গেলেন ১৬ জুলাই। যখন শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারপিট করে গুলি করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি দুপাশ থেকে দুহাতে সকলকে আহ্বান করেন মিছিলে। কিন্তু হায়নাদের চোখে পড়ে তাঁর সেই দৃশ্য, বেধড়ক মারপিট করতে থাকে তাঁকে। মাথার ওপরে দুহাত দিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। যখন তিনি ক্যাম্পাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুহাত প্রসারিত করে আহ্বান করলেন সকল শিক্ষার্থীদের, ঠিক সেই সময়ে হায়নারা সেই সাহসী ডানা মেলা পাখিটিকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করলেন। হয়তো তিনি কল্পনা করেননি তাঁর ক্যাম্পাসের সামনেই এভাবে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে। শহিদ আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তাঁর একাডেমিক সাফল্যগুলো আমাদের সত্যিই বিমোহিত করেছে। ডিপার্টমেন্টের স্মাতক সম্মান পরীক্ষার ফলাফল বেরোলো। সেখানে ১৪তম স্থান অধিকার করে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কৃতকার্য হলেন। আন্দোলনের সেই ক্লান্তি নির্মম নির্যাতন নিপীড়নের মধ্যেও পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন এনটিআরসি এর সেই পরীক্ষায়। তাই তো আজও বলি আমরা শুধুমাত্র একজন তরুণ বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে হারায়নি, হারিয়েছি দেশের এক মেধাবী শিক্ষার্থীকে।

তাঁর এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব দেখল এক নতুন নির্মমতা। শহিদ আবু সাঈদ একটি ইতিহাসের নাম, যখনি আবারো এদেশে কালো মেঘের ঘনঘটা তৈরি হবে। ন্যায্যতার প্রশ্নে জনগণ মাঠে নেমে আসবে। সেদিন শহিদ আবু সাঈদ হবে আমাদের প্রেরণা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জানতে ও বুঝতে শিখবে কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কীভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, কীভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে দু'হাত প্রসারিত করে শাসকের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। প্রজন্ম শিখবে অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষা।